যুগান্তর

তারিখ ... 15 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১৩ কলাম ... ৩ ...

ওরা ইশকুলে যায় খেয়ায় চড়ে

খুলনার দাকোপে উত্তর কামারখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাহেবের আবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সুতারখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দিলডাঙা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং কৈলাশগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন খেয়ায় চড়ে নদীপথে বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়া করে। তাদের গ্রামে নেই কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয়। নদীপথে যাতায়াতের ঝুঁকি তাদের পড়ালেখা শেখার অদম্য আগ্রহে কোন প্রভাব ফেলেনি। লিখেছেন রীতা ভৌমিক

উত্তর কামারখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা খেয়া চড়ে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে ছবি : কেয়ার বাংলাদেশ

বিদ্যালয়ে তাদের উপস্থিতি কম থাকে। তাদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় পরীক্ষা থাকলে। প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টিতে নদী পারাপার ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় বিদ্যালয়ে আসতে পারে না ওরা। ওই সময় পরীক্ষা থাকলে পরীক্ষায়ও অংশ নিতে পারে না ওরা।

আমি নিজেও দাকোপ থেকে নৌকায় চড়ে প্রতিদিন বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়া করি। আমার নৌকায় আসতে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় লাগে না। আমার একজন সহকর্মী চালনা থেকে নৌকায় বিদ্যালয়ে আসেন। কিন্তু বারুইখালি গ্রাম থেকে আগত শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আসতে আধা ঘণ্টার নদীপথ পাড়ি দিতে হয়। নৌপারাপারে আসা-যাওয়ায় ভাড়া ৬ টাকা লাগলেও, মাঝিরা শিক্ষার্থীদের থেকে নৌপারাপারে ভাড়া বাবদ কোনো টাকা নেয় না। দাকোপ ইউনিয়নের সাহেবের আবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনটি ভেঙে গেছে। টিনশেডের ঘরে শিক্ষার্থীরা ক্লাস করছে। দাকোপের চালনার খোনার খেয়াঘাট থেকে খেয়ায় চড়ে এসে সাহেবের আবাদ গ্রামে এসে নামল বৃষ্টি খাতুন। বৃষ্টি সাহেবের আবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থী।

খেয়ায় চড়ে বিদ্যালয়ে আসতে-যেতে কেমন লাগে— জানতে চাইলে, বৃষ্টি খাতুন বলে, পাঁচ-ছয় বছর আগে আমার বাবা মারা গেছেন। মা অন্যের বাড়িতে রান্নার কাজ করে-আমাকে পড়াচ্ছেন। আমি লেখাপড়া শিখে অনেক বড় হতে চাই। মায়ের দুঃখ ঘুচাতে চাই। তাই ঝড়-বৃষ্টিতে বিদ্যালয়ে আসতেও ভয় পাই না।

বৃষ্টির সঙ্গে একই খেয়ায় চড়ে খোনার খেয়াঘাট থেকে সাহেবের আবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসে পঞ্চম শ্রেণীর রুমা খাতুন। দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে ও এই বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে। দুই ভাই ও এক বোনের মধ্যে রুমা সবার ছোট।

রুমার মতে, আমাদের খোনার গ্রামের পাঁচ থেকে ছয়জন মেয়ে দলবেঁধে বিদ্যালয়ে আসি। অনেক বছর ধরে বিদ্যালয়ে খেয়ায় চড়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আসছি। কখনও ভয় লাগেনি। অভিভাবকরা কখনও আমাদের সঙ্গে বিদ্যালয়ে আসেন না।

বিদ্যালয়ে মেয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি হার, ফলাফল কতখানি আশানুরূপ— এ প্রসঙ্গে দাকোপের সাহেবের আবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মাহবুবুর রহমান বলেন, শিশু শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ১৫০ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪০ জন মেয়ে শিক্ষার্থী রয়েছে। শিশু শ্রেণীতে ১৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৬ জন মেয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। এখনও ভর্তি চলমান। ২০১৫ সালের সমাপনী পরীক্ষায় ৪ জন এ প্লাস পাওয়া শিক্ষার্থীর মধ্যে ১ জন মেয়ে শিক্ষার্থী রয়েছে। অনেক সময় ঝড়-বৃষ্টি, তুফানে অভিভাবকরা শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে পাঠান না বিপদের কথা ভেবে। নইলে মেয়ে শিক্ষার্থীরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসে। লেখাপড়ায়ও ভালো।

খুলনার দাকোপ উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা শেখ আবদুল গণি বলেন, দাকোপের কামারখোলা, সাহেবের আবাদ, সুতারখালি, দিলডাঙা, কৈলাশগঞ্জ ইউনিয়নের ছেলেমেয়েরা নৌকাযোগে এলাকার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসে। তারা ভয়কে জয় করে লেখাপড়া করছে। তাদের লেখাপড়ার গুণগত মান ভালো। ২০১৫ সালে এ সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমাপনী পরীক্ষায় পাসের হার ১০০%। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেয়ে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার মানোন্নয়নের জন্য সরকার উপবৃত্তি দিচ্ছে। যে সব